চবিতে নিয়োগ নিয়ে ভিসির কক্ষ ভাঙচুর ছাত্রলীগের

চবি প্রতিনিধি
৩১ জানুয়ারি ২০২৩ ১২:০০ এএম | আপডেট: ৩০ জানুয়ারি ২০২৩
১১:৪১ পিএম

advertisement

পছন্দের প্রার্থীরা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ না পাওয়ায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) উপাচার্যের কক্ষ ভাঙচুর করেছেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এর পর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শহরমুখী শাটল ট্রেনের চাবি খুলে নিয়ে যান তারা। এতে নির্দিষ্ট সময়ের দুই ঘণ্টা পর শাটল ট্রেনটি ছাড়ে। এই শাটল ট্রেনেই ক্যাম্পাস থেকে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী শহরে যান। গতকাল সকালে সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। এ খবর জানাজানির পর থেকে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তা-ব শুরু করেন।

advertisement

চবি শাখা ছাত্রলীগের উপপক্ষ একাকার এসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। একাকার চট্টগ্রাম নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আ জ ম নাছির উদ্দীনের অনুসারী।

advertisement 4

গতকাল সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৪১তম সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা

শেষ হয় বিকাল ৪টায়। তখনই উপাচার্য কক্ষের বাইরে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য রাখা গাছের টব, ড্রেসিং কিচেনের সিরামিকের কাপ ও বাসন ভাঙচুর করেন একাকারের কর্মীরা। বিকাল সাড়ে ৫টার শাটল ট্রেন ক্যাম্পাস স্টেশন থেকে শহরের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তার আগেই ছাত্রলীগের কর্মীরা গিয়ে চাবি খুলে নেন। এতে বিপাকে পড়েন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। পরবর্তীতে দুই ঘণ্টা পর সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় শাটলের চাবি ফেরত দিলে শাটল ট্রেন যাত্রা করে। জানা যায়, ইনস্টিটিউট

অব মেরিন সায়েন্সেস বিভাগের শিক্ষক নিয়োগের জন্য একাকার তাদের উপপক্ষের সিনিয়র ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাইয়ান আহম্মেদের নাম সুপারিশ করে। কিন্তু সিন্ডিকেট তাকে সুপারিশ করেনি। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে একাকার কর্মীরা উপাচার্য কক্ষ ভাঙচুর করেন।

চবি ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মাইনুল ইসলাম আমাদের সময়কে বলেন, রাইয়ান আহম্মেদ শিক্ষায় স্বর্ণপদক পাওয়া একজন মেধাবী ছাত্র। তিনি দেশের সম্পদ। তাকে না নিয়ে সরকারবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত জামায়াত শিবিরের কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্য, ছাত্র অধিকার পরিষদের সদস্যদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে সিন্ডিকেটে। তাই জুনিয়র কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে এমন ঘটনা ঘটিয়েছেন।

সিন্ডিকেট সদস্য ও মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. শোহাম্মদ আবুল মনছুর বলেন, শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়াটি খুবই সাবধানতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হয়। এখানে ভুল হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কারণ শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের সঙ্গে বিষয়টি জড়িত। ভালো ফল থাকলেই একজন প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়া যায় না। সিন্ডিকেট সার্বিক বিশ্লেষণের পর নিয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

চবির প্রক্টর ড. রবিউল হাসান ভুঁইয়া বলেন, সিসিটিভি ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করে এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যে কোনো ছোট বিষয়ে শাটল ট্রেন আটকানো উচিত নয়। এ ব্যাপারে আমরা শাখা ছাত্রলীগের সঙ্গে আলোচনা করব।